WARPO
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

সংখ্যা - ৭

বার্ষিক প্রতিবেদন

(জুলাই ২০১৭ — জুন ২০১৮)

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

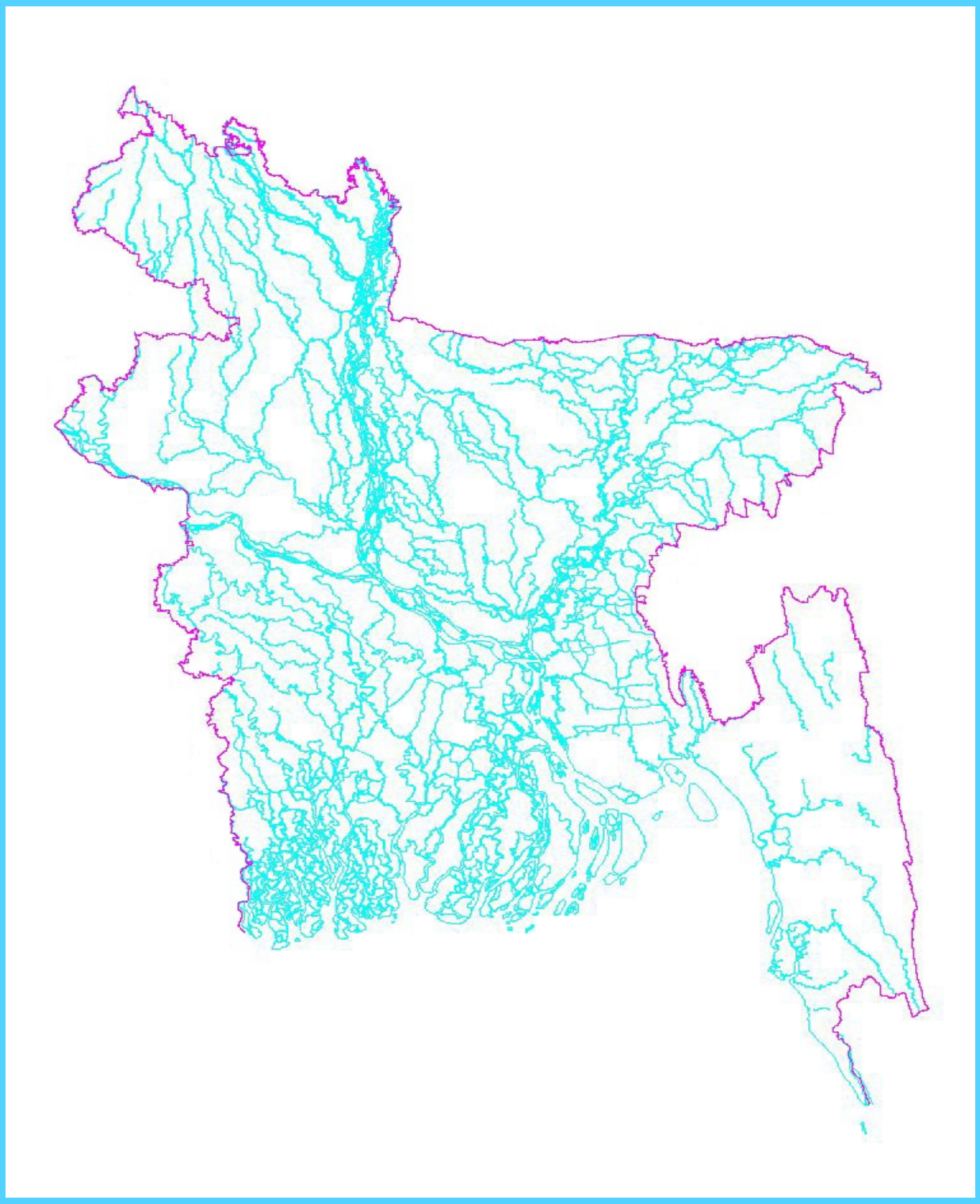

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
(ওয়ারপো)

www.warpo.gov.bd

মুখবন্ধ

সুশাসনের মূল ভিত্তি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার দালিলিক প্রতিফলন প্রকাশের উদ্দেশ্যে অতীতের মতো "পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)" ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের কার্যক্রম ভিত্তিক একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পানি ভিত্তিক এদেশে পানির বহুমুখী ব্যবহার রয়েছে। জীবন ধারনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ভাবে পানির ব্যাপক চাহিদা। জনগণের চাহিদা পূরণে এর আহরণ, উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য লাগসই পরিকল্পনা আবশ্যক। বর্তমান সরকারের ভিশন-২০২১, ডেল্টা প্ল্যান-২১০০, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক অনুপ্রেরণা ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সরাসরি দিকনির্দেশনায় তৈরী সকল নীতি, পরিকল্পনা, কর্মকৌশল, আইন, বিধি-বিধান, রেগুলেশন এর আলোকে এ সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সৃষ্ট পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯৯২ সনে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে "পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)' সৃষ্টি। দেশে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়ারপো পানি সম্পদের সামষ্টিক পরিকল্পনা প্রণয়নে একমাত্র সংবিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৩ হতে ১৯৯১ সালে জাতীয় পানি পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত ''মাস্টার প্ল্যান অরগানাইজেশন'' বা এমপিও এর উত্তরসূরী। পরবর্তীতে ১৯৮৯ হতে ১৯৯৬ সালে ফ্লাড এ্যাকশন প্ল্যান (ফ্যাপ) কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য স্থাপিত ফ্ল্যাড প্ল্যান কো-অর্ডিনেশন অরগানাইজেশন বা এফপিসিও কে ১৯৯৬ সালে ওয়ারপোর সাথে একিভূত করা হয়।

জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯ এবং বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর বিধান অনুযায়ী ওয়ারপো বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাবিত পানি সম্পদ খাতের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ অনুমোদনের ক্ষেত্রে ক্লিয়ারিং হাউজ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে এবং প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান করছে। এ ছাড়াও জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ণ ও জাতীয় পানি সম্পদ ডাটাবেস (এনডব্লিউআরডি) ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন ও হালনাগাদ করে আসছে। অতি সম্প্রতি পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, আহরণ, বিতরণ, ব্যবহার, সুরক্ষা ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর আওতায় বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ মধ্য আয়ের দেশ হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে সার্বিকভাবে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এর নিজস্ব অবস্থান থেকে যথাযথ ভূমিকা পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ।

মহাপরিচালক, ওয়ারপো

সুচিপত্র

১। ভূমিকা ৫

১.১ পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ অনুযায়ী ওয়ারপোর কার্যপরিধি: ৫

১.২ জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯ অনুযায়ী জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ইসিএনডব্লিউআরসি) - এর নির্বাহী সচিবালয় হিসাবে ওয়ারপোর প্রধান দায়িত্বসমূহ: ৫

১.৩ উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, ২০০৫ অনুযায়ী ওয়ারপোর দায়িত্বসমূহ ৬

১.৪ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ অনুযায়ী ওয়ারপোর দায়িত্বসমূহ ৬

২। জনবল ৬

৩। বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় ৭

৪। পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এর ২০১৭-২০১৮ বছরের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সমূহের সারসংক্ষেপ ৭

৫। ২০১৭-২০১৮ বছরের বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যসমূহের বিবরণ : ৮

ক) বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর অধীনে প্রণীত চূড়ান্ত বাংলাদেশ পানি বিধিমালা-২০১৮ প্রণয়নের সার-সংক্ষেপ ৮

চূড়ান্ত বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ (খসড়া) প্রণয়নের ক্রমবিবর্তন: ৮

(খ) 'জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার' (এনডব্লিউআরডি) ১১

১. উপাত্ত সরবরাহ (Data Dissemination) ১১

২. উপাত্ত সংগ্রহ ১১

৩. বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে উপাত্ত বিনিময় সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক ১১

(গ) ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে অগ্রযাত্রা ১২

১. ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থা স্থাপন ১২

২. ই-নথি কার্যক্রম ১২

৩. জাতীয় ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) ক্রয় কার্যক্রম ১২

(ঘ) ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭ -তে ওয়ারপোর অংশগ্রহণ ১২

(ঙ) ক্লিয়ারিং হাউজ হিসেবে ওয়ারপোর দায়িত্ব পালন : ১৩

(চ) জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা (এনডব্লিউআরপি) প্রণয়ন ১৩

৬। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ওয়ারপো কর্তৃক চলমান প্রকল্পঃ ১৩

ক) সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ কার্যকর করা ১৩

খ) ব্রহ্মপুত্র ব্যারাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বিস্তারিত কারিগরী নকশা ১৪

গ) জলবায়ু পরিবর্তন, সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং মনুষ্যজনিত হস্তক্ষেপের প্রভাবে উপকূলীয় অঞ্চলের মরফোলজীর উপর গবেষণা ১৪

৭। বিগত বছরের ওয়ারপোর বিবিধ কার্যক্রম সমূহ ১৫

ক) সাসটেইনেবল ডেভেলমেন্ট গোল (SDG) এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ওয়ারপোর কার্যক্রম ১৫

খ) ওয়ারপোর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA): ১৫

গ) বিগত বছরে মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষন, কর্মশালা ও সেমিনার কার্যক্রম: ১৬

১) স্থানীয় প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদি বাৎসরিক বিবরণী জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৮ ইং পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়.....১৬

২) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদি.....১৭

ঘ) ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র.....১৮

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ওয়ারপো লাইব্রেরীতে নতুন সংযোজিত উল্লেখযোগ্য রিপোর্ট, বই, জার্নাল সমূহঃ.....১৮

ঙ) উত্তম চর্চা.....২০

চ) উন্নয়ন মেলা ২০১৮.....২৫

ছ) বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর সাথে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার সম্পৃক্ততা.....২৬

৮। বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ ও বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর আলোকে ওয়ারপোর ভবিষ্যত পরিকল্পনা ২৬

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ওয়ারপো প্রোফেশনালদের অর্জন: ২৭

১। ভূমিকা

আবহমান কাল থেকে বাংলাদেশের প্রকৃতি, ইতিহাস, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি নদ-নদীর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বর্ষা মৌসুমে পর্যায়ক্রমিক বন্যা, জলোচ্ছাস, সাইক্লোন, নদী ভাঙ্গন ও শুকনো মৌসুমে পানির দুস্প্রাপ্যতা, নদ-নদী ভরাট, খরা, লবণাক্ততা, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া ও ভূ-পরিস্থ পানির মানের ক্রমাবনতির কারণে বাংলাদেশের পানি ব্যবস্থাপনা আজ কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পানির বহুমাত্রিক চাহিদাও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর্সেনিক দূষণ এই সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে। বাংলাদেশের ভূ-খন্ডের বাইরে থেকে আগত নদ-নদীর প্রবাহের উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় পানি ব্যবহারকারীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, অপরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণে পানি ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়হীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলো সামগ্রিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতেই সরকার পানি সম্পদের উন্নয়ন ও এর সুষম ব্যবহার নিশ্চিতের লক্ষ্যে পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯৯২ সনে ওয়ারপো সৃষ্টি করে। দেশে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়ারপো পানি সম্পদের সামষ্টিক পরিকল্পনা প্রণয়নে একমাত্র সংবিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৩ হতে ১৯৯১ সালে জাতীয় পানি পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত মাস্টার প্ল্যান অরগানাইজেশন বা এমপিও এর উত্তরসূরী। ১৯৮৯ হতে ১৯৯৬ সালে ফ্লাড এ্যাকশন প্ল্যান (ফ্যাপ) কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য স্থাপিত ফ্ল্যাড প্ল্যান কো-অর্ডিনেশন অরগানাইজেশন বা এফপিসিও কে ১৯৯৬ সালে ওয়ারপোর সাথে একিভূত করা হয়। ২০০৫ সালে উপকূলীয় অঞ্চল নীতি এবং ২০০৬ সালে উপকূলীয় কৌশলের দ্বারা ওয়ারপোকে উপকূলীয় এলাকার সমন্বয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর মাধ্যমে ওয়ারপোকে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সচিবালয় হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

১.১ পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ অনুযায়ী ওয়ারপোর কার্যপরিধিঃ

১. পানি সম্পদের উন্নয়নকল্পে পরিবেশগতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
২. পানি সম্পদের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবহার ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত জাতীয় কৌশল ও নীতি নির্ধারণ করা;
৩. পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাকে পরামর্শ প্রদান করা;
৪. পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণে নিয়োজিত যে কোন প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষা পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে বিশেষ সমীক্ষা পরিচালনা করা;
৫. পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণে নিয়োজিত কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা হতে উদ্ভূত বিষয়ের মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করা এবং উক্ত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা;
৬. পানি সম্পদের ব্যবহার সংক্রান্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত মান উন্নত করা;
৭. পানি সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা এবং প্রচারের ব্যবস্থা করা;
৮. পানি সম্পদ বিষয়ক জাতীয় এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলন ও কর্মশালার আয়োজন ও পরিচালনা করা;
৯. সরকার কর্তৃক প্রদত্ত পানি সম্পদ বিষয়ক অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

১.২ জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯ অনুযায়ী জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ইসিএনডব্লিউআরসি) - এর নির্বাহী সচিবালয় হিসাবে ওয়ারপোর প্রধান দায়িত্বসমূহঃ

১. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ইসিএনডব্লিউআরসি)-কে প্রশাসনিক, কারিগরি ও আইনগত সহায়তা প্রদান;
২. পানি সম্পদ ও সংশ্লিষ্ট ভূমি ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নীতি, পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণমূলক বিষয়ে ইসিএনডব্লিউআরসি - কে পরামর্শ প্রদান;
৩. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ (এনডব্লিউআরসি)-এর অনুমোদনের জন্য জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) প্রস্তুত এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তে তা হালনাগাদকরণ;
৪. জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য ভান্ডার (এনডব্লিউআরডি) ব্যবস্থাপনা ও হালনাগাদকরণ;
৫. বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চিহ্নিত পানি সম্পদ খাতের অন্তর্ভূক্ত জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ক্লিয়ারিং হাউজ হিসাবে দায়িত্ব পালন এবং বিবেচ্য প্রকল্প এনডব্লিউএমপিএর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা এ বিষয়ে ইসিএনডব্লিউআরসি এর নিকট প্রতিবেদন পেশ করা;
৬. জাতীয় পানি নীতি এবং বাংলাদেশ পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা কৌশলে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি পূরণের জন্য ইসিএনডব্লিউআরসি-র চাহিদা অনুসারে কোন বিশেষ সমীক্ষা পরিচালনা;
৭. সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য কোন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

১.৩ উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, ২০০৫ অনুযায়ী ওয়ারপোর দায়িত্বসমূহ

১. বাস্তবায়নের পর্যায়ে সমন্বয় সাধনের জন্য মূল সংস্থায় (WARPO) একটি কর্মসূচি সমন্বয় ইউনিট (Program Co-ordination Unit - PCU) প্রতিষ্ঠা করা। সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা এর নির্ধারিত সূচকের আলোকে প্রকল্পের অগ্রগতি দেখাশোনা করা এর প্রধান দায়িত্ব;
২. আইসিজেডএম (ICZM) প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত কর্মসূচি সমন্বয় ইউনিট (পিসিইউ) বিভিন্ন সার্ভিস মন্ত্রণালয়, যেমন অর্থ, পরিকল্পনা ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
৩. সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থায় ফোকাল পয়েন্ট স্থাপন করা, যারা দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসেবে নিজ নিজ সংস্থার পক্ষে আইসিজেডএম কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবেন এবং পিসিইউ এর সাথে কার্যকরী যোগাযোগ রক্ষা করবেন;
৪. স্থানীয় পর্যায়ে (জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন) পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রচলিত স্থানীয় সরকার কাঠামোকে কাজে লাগানো। স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক সমন্বিত পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করা এবং জাতীয় পর্যায়ে পিসিইউ ও খাত-ভিত্তিক সংস্থাগুলোর সাথে সংযোগ সৃষ্টি করা।

১.৪ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ অনুযায়ী ওয়ারপোর দায়িত্বসমূহ

১. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সকল প্রকার প্রশাসনিক ও সাচিবিক সহায়তা প্রদান;
২. পরিষদ ও নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত নীতি ও কর্মপন্থা বাস্তবায়নে ও প্রয়োগে সহায়তা প্রদান;
৩. পরিষদ ও নির্বাহী কমিটির নির্দেশনার আলোকে সভায় উপস্থাপনের নিমিত্তে সকল প্রকার প্রস্তাব প্রস্তুত;
৪. সময় সময় আইন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট স্থান বা প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা;
৫. এ আইন সম্পর্কিত বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
৬. পরিষদ ও নির্বাহী কমিটি কর্তৃক, সময় সময়, অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন;
৭. জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়ন;
৮. পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র ইস্যুকরণ।

২। জনবল

অনুমোদিত সেটআপ অনুযায়ী ৪৪ জন কর্মকর্তা ও ৪৩ জন কর্মচারিসহ ওয়ারপোর মোট জনবল হলো ৮৭ যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

কর্মকর্তা ও কর্মচারি	অনুমোদিত সেটআপ অনুযায়ী সংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারি সংখ্যা	শূন্য পদ
কর্মকর্তাঃ			
গ্রেড ১-৯	৪২	২৯	১৩
গ্রেড ১০	২	২	-
গ্রেড ১১-২০	৪৩	৩৯	৪
সর্বমোটঃ	৮৭	৭০	১৭

শূন্য পদগুলির মধ্যে ৪ টি ৯ম গ্রেড ও ৪ টি ১৬-২০ গ্রেড ভুক্ত কর্মচারী যার নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান।

৩। বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

সরকারের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের সহায়তায় ওয়ারপোর কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

২০১৭-১৮ সালের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট (লক্ষ্য টাকায়):

প্রকল্পের নাম	২০১৭-১৮ অর্থবছর	জুন ২০১৮ পর্যন্ত পুঞ্জিভূত ব্যয়	উৎস
ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিটেইল্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন অব ব্রহ্মপুত্র ব্যারাজ	৫৫.৬৩	১১.২০	জিওবি
সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি আইন,২০১৩ কার্যকর করা	১১৫.০০	১১৫.০০	সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কোঅপারেশন (এসডিসি)
অনুন্নয়ন			
বেতন ভাতাদি	৬৪১.৮৪	৫০২.৬৬	জিওবি
অন্যান্য	৩৮৩.৪৫	২৬৬.০৩	
উপমোট	১০২৫.২৯	৭৬৮.৬৯	
সর্বমোট	১১৯৫.৯২	৮৯৪.৮৯	

৪। পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এর ২০১৭-২০১৮ বছরের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সমূহের সারসংক্ষেপ

ক্রমিক নং	কাজের নাম এবং বিগত বছরের অর্জন	মন্তব্য
১।	"সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি আইন,২০১৩ কার্যকর করা" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন। প্রকল্পটি শুরু হয়েছে নভেম্বর ২০১৩ এবং শেষ হয়েছে জুন ২০১৮ তে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় নিম্নে বর্ণিত রিপোর্ট সমূহের চুড়ান্ত (খসড়া) প্রণীত হয়েছে। ক. বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ প্রণয়ন (চুড়ান্ত) খ. ওয়ারপোকে প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ সংক্রান্ত (চুড়ান্ত) প্রতিবেদন প্রণয়ন গ. বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ প্রতিষ্ঠানিকীকরনে তথ্য-উপাত্ত ভান্ডার এর (চুড়ান্ত) ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন ঘ. বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর আলোকে উপকূলীয় অঞ্চলে সমন্বিত পানি সম্পদ বাবস্থাপনা সংক্রান্ত (খসড়া) গাইড লাইন প্রণয়ন ঙ. উপজেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, ২০১৭ (খসড়া) প্রণয়ন চ. ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, ২০১৭ (খসড়া) প্রণয়ন	কার্যক্রম সমাপ্ত
২।	পানি সম্পদ খাতে ২৬ (তেইশটি) উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান	সম্পাদিত
৩।	জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্ত ভান্ডার (এনডব্লিউআরডি) এর আওতায় বিগত অর্থ বছরে (জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০১৮) পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সংস্থা সহ মোট ২৩ টি প্রতিষ্ঠানে ডাটা ডেসিমিনেট করা হয়েছে।	সম্পাদিত
৪।	"ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিটেইল্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন অব ব্রহ্মপুত্র ব্যারাজ" শীর্ষক প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পটি জানুয়ারী ২০১৭	কার্যক্রম চলমান

ক্রমিক নং	কাজের নাম এবং বিগত বছরের অর্জন	মন্তব্য
	থেকে শুরু হয়েছে এবং জুন ২০২০ এ শেষ হবে।	
৫।	বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টকে ডিজিটাল ফর্মেটে সংরক্ষণ এবং নতুন ভবনে লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্রের বিভিন্ন শাখাকে কার্যকর ভাবে সাজানোর মাধ্যমে ওয়ারপো লাইব্রেরীকে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ পানি সম্পদ লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্রে উন্নীত করণের কাজ চলমান রয়েছে।	কার্যক্রম চলমান
৬।	"জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা (এনডব্লিউআরপি)" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়।	'বাংলাদেশ ডেলটা প্লান ২১০০' এর খসড়া অনুমোদন হওয়ার পর NWRP প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়া করনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সেচ অনুবিভাগ মতামত প্রদান করেছেন।

৫. ২০১৭-২০১৮ বছরের বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যসমূহের বিবরণ

ক) বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর অধীনে প্রণীত চুড়ান্ত বাংলাদেশ পানি বিধিমালা-২০১৮ প্রণয়নের সার-সংক্ষেপ

পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, আহরণ, বিতরণ, ব্যবহার, সুরক্ষা ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ প্রণীত হয়। আইনটি ০২ মে ২০১৩ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে এবং গেজেট আকারে প্রকাশিত হয় এবং ৩০ জুন ২০১৩ খ্রিঃ থেকে সমগ্র দেশে বলবৎ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নে/ প্রয়োগে সরকার আইনে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটিকে এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) কে নির্বাহী কমিটির প্রশাসনিক ও সাচিবিক দায়িত্ব প্রদান করে। বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ মূলত ৪৭টি ধারা সম্বলিত পানি খাতের একটি কাঠামোগত আইন। আইনটি বাস্তবায়নে/প্রয়োগে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) এর আর্থিক সহায়তায় "Institutionalization of Integrated Water Resources Management (IWRM) Process in Compliance with Bangladesh Water Act, 2013" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর অধীন চুড়ান্ত বাংলাদেশ পানি বিধিমালা-২০১৭ (খসড়া) প্রণয়ন করা হয়েছে।

চুড়ান্ত বাংলাদেশ পানি বিধিমালা - ২০১৮ (খসড়া) প্রণয়নের ক্রমবিবর্তন

১ বাংলাদেশ পানি বিধিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় আইন বিশেষজ্ঞ ও পানি বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয়। উপরোক্ত বিশেষজ্ঞদ্বয় এবং ওয়ারপো'র কর্মকর্তাগণ আইনটি পর্যালোচনাপূর্বক বিধি প্রণয়নযোগ্য ১৭টি ধারা চিহ্নিত করেন। পরামর্শকদ্বয় প্রাথমিকভাবে আইনের ধারা ১৬ এর বিপরীতে একটি এবং অবশিষ্ট ১৬টি ধারার বিপরীতে আরেকটি সাধারণ বিধিমালা প্রণয়ন করেন, যাহা প্রকল্পের আওতায় গঠিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) এর ২য় সভায় উপস্থাপন করা হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যগণ ২টি বিধিমালার পরিবর্তে একটি সমন্বিত বিধিমালা প্রণয়নের উপর মত দেন। সে মোতাবেক সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তে Bangladesh Water Rules, 2015 নামে একটি সমন্বিত বিধিমালার খসড়া প্রণীত হয়। খসড়াটি ০৪ অক্টোবর, ২০১৫ তে প্রকল্পের আওতায় গঠিত প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) এর সভায় উপস্থাপন করা হয়। পিএসসি সভায় খসড়াটি পানি খাতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও তার অধীনস্থ সংস্থার মতামত সংগ্রহের জন্য খসড়াটি বাংলায় প্রণয়নপূর্বক আঞ্চলিক পর্যায়ে বিশেষ করে বরেন্দ্র অঞ্চল, উপকূলীয় অঞ্চল এবং হাওর অঞ্চলের স্থানীয় প্রশাসন, মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের মতামত সংগ্রহের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

২ পিএসসি সভার নির্দেশনা মোতাবেক খসড়াটি প্রথম পর্যায়ে ১৬টি মন্ত্রণালয় ও তার অধীনস্থ সংস্থাসহ সর্বমোট ১২৫টি প্রতিষ্ঠানে মতামত সংগ্রহের নিমিত্তে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে পত্রযোগে প্রেরণ করা হয়। একই সাথে ওয়ারপোর ওয়েবসাইটে আপলোডপূর্বক মতামত আহ্বান করা হয়। বাংলায় প্রণীত খসড়ার ওপর জেলা পর্যায়ে বরেন্দ্র এলাকায় রাজশাহী, উপকূলীয় এলাকা হিসাবে খুলনা, সাতক্ষীরা, যশোর এবং হাওর এলাকা হিসেবে সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার স্থানীয় প্রশাসন, মাঠ পর্যায়ের পানি খাত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, সুশীল সমাজ ও এনজিও প্রতিনিধির উপস্থিতিতে কর্মশালায়

উপস্থাপনপূর্বক গ্রুপভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে মতামত/ সুপারিশ সংগ্রহ করা হয়। এ পর্যায়ে ৬টি মন্ত্রণালয়, ৪৮টি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান এবং জেলা পর্যায়ে কর্মশালার মাধ্যমে ৬টি জেলার মতামত/ সুপারিশসহ সর্বমোট ৬০টি সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান হতে মতামত/ সুপারিশ পাওয়া যায়।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর সভাপতিত্বে গঠিত প্যানেল অব এক্সপার্ট কমিটির ১ম সভায় প্রাপ্ত সকল মতামত/সুপারিশ যৌক্তিতার আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাপ্ত মতামত/ সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করে 'বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৬' নামে খসড়া বিধিমালাটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩ দ্বিতীয় পর্যায়ে পুনর্গঠিত 'বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৬' পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে ১৬টি মন্ত্রণালয় ও তার অধীনস্থ সংস্থাসহ সর্বমোট ১২৫টি প্রতিষ্ঠানে মতামত সংগ্রহের নিমিত্তে পুনরায় প্রেরণ করা হয়। একই সাথে ওয়ারপোর ওয়েবসাইটে আপলোডপূর্বক একটি বাংলা জাতীয় দৈনিক এবং একটি ইংরেজি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে মতামত আহ্বান করা হয়। আঞ্চলিক পর্যায়ে দ্বিতীয় দফায় জেলা পর্যায়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর, কক্সবাজার ও মানিকগঞ্জ জেলার স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, মাঠ পর্যায়ের পানি খাত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, সাংবাদিক, সুশীল সমাজ ও এনজিও প্রতিনিধির উপস্থিতিতে কর্মশালায় উপস্থাপনপূর্বক গ্রুপভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে মতামত/ সুপারিশ সংগ্রহ করা হয়। এ পর্যায়ে ১১টি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান হতে ২৮টি এবং জেলা পর্যায়ে কর্মশালার মাধ্যমে ৬টি জেলার মতামত/ সুপারিশসহ সর্বমোট ৩৪টি সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান হতে মতামত/ সুপারিশ পাওয়া যায়।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর সভাপতিত্বে প্যানেল অব এক্সপার্ট কমিটির ৩য় সভায় প্রাপ্ত সকল মতামত/ সুপারিশ যৌক্তিকতার আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্তগৃহণ করা হয়। গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাপ্ত মতামত/ সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করে 'বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৭' নামে বিধিমালাটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪ পুনর্গঠিত 'বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৭' জানুয়ারি, ২০১৭ খ্রিঃ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে Bangladesh Water Multi-Stakeholder Partnership এর আওতায় গঠিত Water Governance and Sustainability শীর্ষক Work stream-এর ৩য় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে খসড়া বিধিমালাটির উপর মতামত/ পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে ড. আইনুন নিশাত এর নেতৃত্বে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষজ্ঞ সাব-কমিটি গঠন করা হয়। বিশেষজ্ঞ সাব-কমিটি পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২, জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯, জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০০১ এবং বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩ এর আলোকে ২০টি সভার মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর অধীনে প্রণীত বিধিমালাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনান্তে মতামত/পরামর্শ বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত করে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন। যা প্যানেল অব এক্সপার্ট কমিটির ৪র্থ সভায় আলোচনান্তে সিদ্ধান্তক্রমে বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৭ (১২ জুন ২০১৭ সংস্করণ) নামে পূনর্গঠন করা হয়। পুনর্গঠিত বিধিমালার উপর আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা বিগত ১৩ জুলাই ২০১৭ অনুষ্ঠিত হয়। আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত এবং জনপ্রশাসন, অর্থ এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের লিখিত মতামত।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত ও মতামত প্যানেল অব এক্সপার্ট এর পঞ্চম সভায় বিগত ০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ আলোচনাপূর্বক বাংলাদেশ পানি বিধিমালা-২০১৭ পুনর্গঠন করা হয়। পুনর্গঠিত বিধিমালা ০৪ অক্টোবর ২০১৭ জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ১৬তম সভায় আলোচনার জন্য উপস্থাপন করা হয়। নির্বাহী কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে চুড়ান্ত বাংলাদেশ বিধিমালা-২০১৭ (খসড়া) ভেটিং এর জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটি ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে নভেম্বর ২০১৭ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রেরণ করা হয়। যা আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটি ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক ভেটিং সম্পন্ন পূর্বক ০৮-০৮-২০১৮ খ্রিঃ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাদেশ পানি বিধিমালা প্রণয়নের ক্রমবিবর্তন

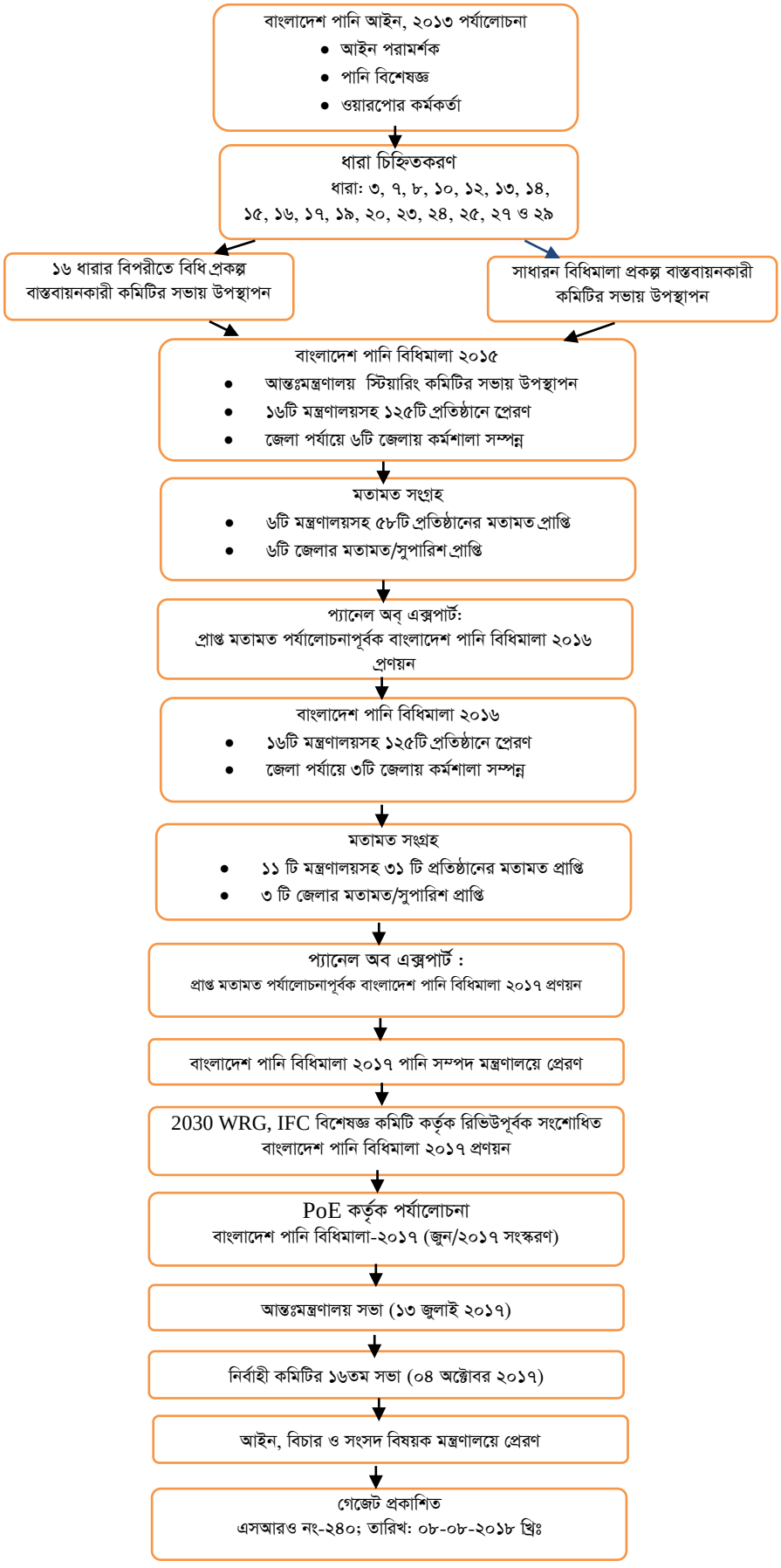

(খ) 'জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার' (এনডব্লিউআরডি)

১. উপাত্ত সরবরাহ (Data Dissemination)

পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ অনুসারে পানি সম্পদ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রচার, জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ অনুসারে জাতীয় 'জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিউআরডি)' তৈরী, রক্ষণাবেক্ষণ ও হালনাগাদ করার দায়িত্ব ওয়ারপোর উপর ন্যস্ত। এ লক্ষ্যে ২০০১ সালে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) প্রণয়নে সহায়তা প্রদানের জন্য ওয়ারপোতে 'জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিউআরডি)' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এর অধীনে ২০০৫ সালে 'সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল সম্পদ উপাত্তভান্ডার (আইসিআরডি)' সংযুক্ত হয়েছে।

পানি সম্পদ ও পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট (ভূ-পরিস্থ পানি, ভূ-গর্ভস্থ পানি, পরিবেশ, জলবায়ু, মৃত্তিকা ও কৃষি, বন, মৎস্য এবং আর্থ-সামাজিক সংক্রান্ত) বিষয়ে অদ্যাবদি এনডব্লিউআরডিতে ৫৫৭ টি এবং আইসিআরডি -তে ৫৬৩ টি উপাত্ত সংযোজন করা হয়েছে। সারাদেশের প্রায় ৫০ টি সংস্থার এবং ওয়াপোর নিজস্ব তথ্য-উপাত্ত এই উপাত্তভান্ডারে সংরক্ষিত আছে। এই উপাত্তভান্ডার এনডব্লিউএমপি হালনাগাদকরণ এবং পানি সম্পদ সম্পর্কিত ডিজিটাল উপাত্ত ও তথ্যের একটি কেন্দ্রীয় গুরত্বপূর্ণ উৎস। বিভিন্ন দেশী বিদেশী সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প কর্তৃক পানি সম্পদ পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, গবেষণা, প্রকল্প বাস্তবায়ন, অধ্যয়ন ইত্যাদি কাজে এনডব্লিউআরডি ও আইসিআরডি- এর উপাত্ত ব্যবহৃত হয়।

২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরে ২০১৭-১৮ অর্থবৎসরে ওয়ারপো কর্তৃক বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিকল্পনা কমিশন, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট ফরিদপুর, মিলিটারী ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজী প্রভৃতি সংস্থাকে এনডব্লিউআরডি ও আইসিআরডি হতে মোট ২৮ (আটাইশ) বার উপাত্ত সরবরাহ করা হয়েছে এবং এতে ১,১৭,৪৮৪ (এক লক্ষ সতের হাজার চারশত চুরাশি) টাকা আয় হয়েছে ।

২. উপাত্ত সংগ্রহ

এনডব্লিউআরডি ও আইসিআরডি এর বিদ্যমান উপাত্তসমূহ হালনাগাদকরণ এবং নতুন নতুন উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে ডিজিটাল/ হার্ডকপি উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে ।

৩. বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে উপাত্ত বিনিময় সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক

উপাত্তভান্ডার নিয়মিত হালনাগাদকরণ ওয়ারপোর একটি গুরত্বপূর্ণ কাজ যা বিভিন্ন সংস্থা থেকে সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে সম্পন করা হয়। বিভিন্ন সংস্থার সাথে সম্পাদিত উপাত্ত বিনিময় সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর এনডব্লিউআরডি হালনাগাদকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এ প্রেক্ষিতে ওয়ারপো উপাত্ত বিনিময় সহজতর করার লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পরিবেশ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ ফর্মুলেশন প্রকল্প এর কাজে "জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিউআরডি)" এর উপাত্ত ব্যবহার বিষয়ে সমঝোতা স্মারক চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব প্রেরণ করে। এ চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে উভয় সংস্থার তথ্য-উপাত্ত আদান প্রদানে সময় ও অর্থের সাশ্রয়ে অনেক অবদান রাখবে। এখানে উল্লেখ্য যে, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) ইতোমধ্যে আটটি সংস্থা যথাঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পরিকল্পনা কমিশন, পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট, চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন - এর সাথে উপাত্ত বিনিময় সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।

(গ) ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে অগ্রযাত্রা

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) ২০১৭-১৮ সালে 'ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে অগ্রযাত্রা' বিষয়ক নিম্নবর্ণিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী সম্পন্ন করেছে। যথা:-

১. ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থা স্থাপন

ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ ও সংস্থার অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদনে সহায়ক স্থানীয় পর্যায় হতে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা ও দাপ্তরিক কাজ করার লক্ষ্যে ওয়ারপোতে ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে ।

২. ই-নথি কার্যক্রম

ই-নথি বিষয়ে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন শেষে ওয়ারপোতে মার্চ ২০১৮ হতে ই-নথি কার্যক্রম শুরু হয়েছে ।

৩. জাতীয় ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) ক্রয় কার্যক্রম

২০১৭-২০১৮ অর্থবৎসরে ওয়ারপো ই-জিপি এর আওতায় কম্পিউটার ক্রয় সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পন্ন করেছে ।

(ঘ) ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭ -তে ওয়ারপোর অংশগ্রহণ

ওয়ারপো, ৬-৯ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত 'ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭' এ অংশগ্রহণ করে। উক্ত ডিজিটাল মেলায় ওয়ারপো ই-গভর্নেন্স এক্সপো সংক্রান্ত ষ্টলে WARPO's steps towards Digital Bangladesh, Plan for Tomorrow's Digital WARPO, NWRD-the largest multidisciplinary database, ICRD, Knowledgebase, Coastal Island and Char Information Tool, Water Balance Model of WARPO প্রভৃতি সংক্রান্ত সফট্ওয়্যার ও পোস্টার প্রদর্শন করেছে ।

চিত্র: ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭ তে ওয়ারপোর ষ্টল

(ঙ) ক্লিয়ারিং হাউজ হিসেবে ওয়ারপোর দায়িত্ব পালন

জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) ২০০১ অনুযায়ী ওয়ারপো বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্প ও কর্মসূচির শুধুমাত্র কারিগরী বিষয় পর্যালোচনা করে পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডিকে সহায়তা করে। এছাড়া জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ এবং বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ (১৬ নং ধারা) অনুযায়ী ওয়ারপো বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চিহ্নিত পানি সম্পদ খাতের অন্তর্ভুক্ত জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ক্লিয়ারিং হাউজ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে এবং প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান করবে। তাছাড়া ওয়ারপো জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ (এনডব্লিউআরসি) এর নির্বাহী কমিটির সচিবালয় হিসেবে পানি সেক্টরের সকল কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় আনয়নে সচেষ্ট থাকে। ক্লিয়ারিং হাউজ কার্যক্রমের মাধ্যমে ওয়ারপো পানি সম্পদ সেক্টরে চিহ্নিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণ, পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক প্রভাব, প্রকল্পের পুনরাবৃত্তি পরিহার, বিভিন্ন টুলস, টেকনিক ও মডেলিং এর ব্যবহার নিশ্চিত করে থাকে। সর্বোপরি বিবেচ্য প্রকল্প এনডব্লিউএমপি এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা যাচাই করে এনডব্লিউআরসি এর নির্বাহী কমিটির নিকট প্রতিবেদন পেশ করে। ২০০৭ সালে এ কার্যক্রম শুরুর পর হতে এ যাবৎ (জুন ২০১৮ পর্যন্ত) এই কর্মসূচীর আওতায় ওয়ারপো বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) এর মোট ২১০ টি প্রকল্প প্রস্তাবের ছাড়পত্র প্রদান করেছে। এছাড়া ওয়ারপো স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৩ (তিন) টি, বরেন্দ্র বহুমুখি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ২ (দুই) টি এবং বাংলাদেশ নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ২ (দুই) টি প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনান্তে ছাড়পত্র প্রদান করেছে। বিগত অর্থবছর (২০১৭-২০১৮, জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত) সময়ে ওয়ারপো বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২৫ (পঁচিশ) টির ও অধিক প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনান্তে ছাড়পত্র প্রদান করেছে। বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের কারিগরী দিক পর্যালোচনা এবং পুনরাবৃত্তি পরিহারের জন্য মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন অতীব প্রয়োজন। ওয়ারপো তার ক্ষুদ্র জনবল নিয়ে স্বল্প পরিসরে এ কার্যক্রম শুরু করেছে। উল্লেখ্য যে, ওয়ারপোতে বিদ্যমান "ক্লিয়ারিং হাউজ" প্রক্রিয়া একটি পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা যা আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। তাছাড়া বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ অনুমোদনের ফলে সাম্প্রতিক যে কোন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ছাড়পত্র প্রদানের বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত হয়েছে। সুতরাং আইন অনুযায়ী জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সচিবালয় হিসেবে ওয়ারপো ক্লিয়ারিং হাউজ কার্যক্রম আরও বলিষ্ঠ ও শক্তিশালীভাবে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে লোকবল বৃদ্ধিসহ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী নেওয়া বর্তমান সময়ের দাবি।

(চ) জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা (এনডব্লিউআরপি) প্রণয়ন

ওয়ারপো পানি সম্পদ পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় পর্যায়ে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সামস্টিক কাঠামোগত নির্দেশনা সম্বলিত প্রতিপালন প্রনয়ন করা সংস্থার অন্যতম প্রধান কাজ। গত ২০০১ সালে সর্বশেষ পানি সম্পদ পরিকল্পনা ব্যবস্থা প্রনিত হয় এবং প্রতি ৫ বৎসর অন্তর এই পরিকল্পনা হালনাগাদ হওয়া প্রয়োজন। জাতীয় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) অনুমোদনের পর নতুন নতুন বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ, গৃহীতব্য বিভিন্ন কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ও অগ্রাধিকার নতুন করে নির্ধারনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এছাড়া এনডব্লিউএমপি প্রস্তুতিতে জলবায়ু পরিবর্তন, ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণসহ পার্শবর্তী দেশসমুহের সাথে সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক নীতি ও কৌশল, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ণ, প্রাকৃতিক সম্পদ, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন, ভূমি ব্যবস্থাপনা ও কৌশলগত পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়গুলো নতুন আঙ্গিকে অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন। তাই (এনডব্লিউএমপি) কে ভিত্তি ধরে জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা (এনডব্লিউআরপি) প্রনয়ণের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। বাংলাদেশ পানি আইন,২০১৩ এর অনুচ্ছেদ ১৫ এ বর্ণিত দিক নির্দেশনা অনুযায়ী এনডব্লিউআরপি প্রস্তুত করা এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য হলো নতুন দৃষ্টিকোণের আলোকে জাতীয় পানি সম্পদের পরিমান নির্ধারণ, বন্টন, ব্যবহার, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জসমুহ অন্তর্ভুক্ত করে এনডব্লিউআরপি প্রস্তুত করা। এনডব্লিউআরপি প্রস্তুতিতে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রোগ্রামগুলোকে পরিমার্জিত করে পরিকল্পনার চাহিদা, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা কৌশলকে বিবেচনা করা হবে। জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা (এনডব্লিউআরপি) প্রকল্পটির পিইসি সভা গত ২৭ জুন ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত। পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সেচ অনুবিভাগের মতামতের প্রেক্ষিতে 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০' এর খসড়া অনুমোদন হওয়ার পর NWRP প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়া গ্রহন করা হবে। প্রকল্পটির মেয়াদকাল তিন বছর এবং প্রাথমিক প্রস্তাব অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৮.৬৩ কোটি টাকা।

৬. ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ওয়ারপো কর্তৃক চলমান প্রকল্প

ক) সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ কার্যকর করা

প্রকল্পটি শুরু হয়েছে নভেম্বর ২০১৩ এবং শেষ হয়েছে জুন ২০১৮। প্রকল্পের ব্যয় ৩৭১ লক্ষ টাকা যার মধ্যে প্রকল্প সাহায্য ৩৩৬ লক্ষ টাকা। উক্ত প্রকল্পের অধীন নিম্নবর্ণিত রিপোর্ট সমূহের চুড়ান্ত (খসড়া) প্রণয়ন হয়েছে।

১. বাংলাদেশ পানি বিধিমালা ২০১৮, চূড়ান্ত প্রনয়ন।
২. ওয়ারপোকে প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন।
৩. বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ প্রতিষ্ঠানিকীকরনে তথ্য-উপাত্ত ভান্ডার ফ্রেমওয়ার্ক এর প্রণয়ন।
৪. বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর আলোকে উপকূলীয় অঞ্চলে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যাবস্থাপনা সংক্রান্ত (খসড়া) গাইডলাইন প্রণয়ন।
৫. উপজেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, ২০১৭ (খসড়া) প্রনয়ন।
৬. ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, ২০১৭ (খসড়া) প্রণয়ন ।

খ) ব্রহ্মপুত্র ব্যারাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বিস্তারিত কারিগরী নকশা

ব্রহ্মপুত্র একটি প্রধান আন্তঃসীমান্ত নদী এবং বাংলাদেশের সামগ্রিক আর্থ সামাজিক উন্নয়নে এ নদী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শুষ্ক মৌসুমে মোট প্রবাহের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ এ নদী দিয়ে প্রবাহিত হয় যা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ প্রেক্ষাপটে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের পাশাপাশি উত্তর-মধ্যম অঞ্চলের পানি প্রবাহের বিষয়টি ব্রহ্মপুত্র ব্যারাজের মাধ্যমে নিশ্চিত করা যাবে। এ ব্যারাজ নির্মান করা হলে সামগ্রিকভাবে শুষ্ক মৌসুমে ব্রহ্মপুত্র নদীর পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাবে এবং ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসার , ভূ-গর্ভস্থ পানি পুনর্ভবণ এবং পানির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে। এ অঞ্চলের নদ-নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির ফলে নৌ-চলাচলের উপযোগিতা আনয়ন, পানি দূষণ হ্রাস করা, মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও বহুবিদ উপকারসহ গ্রামীণ জনগণের আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় (এনডব্লিউএমপি) ওয়ারপোকে ব্রহ্মপুত্র ব্যারাজ নির্মাণের লক্ষ্যে সমীক্ষা পরিচালনা করার বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া আছে। প্রকল্পের বিশদ সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় সামাজিক, পরিবেশ, অর্থনৈতিক, হাইড্রোলজিক্যাল এবং মরফোলজিক্যাল বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত আছে। অপরদিকে বিশদ কারিগরী নকশা প্রণয়নে অন্তর্ভুক্ত আছে সড়ক ও রেলপথ সম্বলিত ব্যারাজের নকশা, হেড রেগুলেটরের নকশা, সিল্ক ট্রাপের নকশা, নেভিগেশন লকের নকশা, প্রধান সেচ ও নিষ্কাশন খাল সমূহের নকশা এবং পানি, বিদ্যুৎ অবকাঠামো প্রয়োজনীয় নকশা প্রণয়নসহ ব্যারাজ পরিচালনা নির্দেশিকা তৈরী অন্তর্ভুক্ত আছে। প্রকল্প এলাকাটি ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, জামালপুর, শেরপুর, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, বগুড়া, জয়পুরহাট, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ, নাটোর ও গাইবান্ধা জেলার ব্রহ্মপুত্র নির্ভর এলাকায় বিস্তৃত। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জানুয়ারী ২০১৭ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত। কিন্তু ২৪/০৫/২০১৮ ইং তারিখের আরএডিপি পর্যালোচনা সভায় অববাহিকাভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রকল্পের চলমান সকল কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়েছে।

গ) জলবায়ু পরিবর্তন, সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং মনুষ্যজনিত হস্তক্ষেপের প্রভাবে উপকূলীয় অঞ্চলের মরফোলজীর উপর গবেষণা

জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, বন্যা ও নদী ভরাট উপকূলীয় অঞ্চলের একটি প্রধান সমস্যা। প্রায়োগিক গবেষণা এবং তার ভিত্তিতে পরিকল্পনা গ্রহণ এর সমাধানের উপায়। এ লক্ষ্যে ওয়ারপো "জলবায়ু পরিবর্তন, সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং মনুষ্যজনিত হস্তক্ষেপের প্রভাবে উপকূলীয় অঞ্চলের মরফোলজীর উপর গবেষণা" শীর্ষক গবেষণা প্রকল্প প্রস্তুত করেছে। এ গবেষণা জলাবদ্ধতা বিষয়ে জ্ঞানের স্বল্পতা হ্রাস করবে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো উপকূলীয় অঞ্চল তথা গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ডেল্টা সিস্টেমের জলবায়ু জনিত পরিবর্তন, সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং মনুষ্যজনিত হস্তক্ষেপের ফলে কি ধরণের পরিবর্তন সাধিত হয় তা বোঝা এবং তার প্রেক্ষিতে প্রভাব ও ফলাফল নির্ধারণ করা। উক্ত গবেষণা প্রকল্পটির বিষয়ে ওয়ারপো এবং পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইন্সটিটিউট (আইডব্লিউএফএম), বুয়েট এর মধ্যে জুন ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ আলোকে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জলাবদ্ধতার অতীত ইতিহাস ও তার কারণ পর্যালোচনাসহ ভূমি চিত্রের মাধ্যমে যশোর, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও খুলনা জেলার বর্তমান এবং পূর্বের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে । এই সকল তথ্যের মাধ্যমে জলাবদ্ধতার ভবিষৎদ্বানী করা এবং তা দূরীকরণের যথার্থ উপায় নিয়ে গবেষণা চলমান আছে। তদুপরি বিভিন্ন মাত্রায় সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে পলি মাটির অবক্ষেপন হার নির্ণয় নিয়েও গবেষণা হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের মেয়াদকাল জুন ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত। উক্ত প্রকল্পের আওতায় মাঠজরিপসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং উপকূলীয় অঞ্চলে জলাবদ্ধতা, পোল্ডারের প্রভাব ও সেডিমেন্টেশন এর হার নির্ধারণের জন্য গানিতিক মডেল সেটআপ, ক্যালিব্রেশন ও ভেলিডেশন এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে মডেল হতে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ ও প্রকল্প হতে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে জার্নাল পেপার লেখার কাজ চলমান রয়েছে। তাছাড়া মডেল ডাটাবেজ ওয়ারপোতে স্থানান্তরের কাজও চলমান রয়েছে। উক্ত ডাটাবেজ জাতীয় পানিসম্পদ ডাটাবেজ (এনডব্লিউআরডি) তে স্থানান্তর করা হবে যা ভবিষ্যতে পানি সম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়ন, হালনাগাদকরন এবং অধিকতর গবেষণার কাজে সহায়ক হবে। প্রকল্প প্রতিবেদনে এসংক্রান্ত ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে দিক নির্দেশনা ও সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৭। বিগত বছরের ওয়ারপোর বিবিধ কার্যক্রম সমূহ

ক) সাসটেইনেবল ডেভেলমেন্ট গোল (SDG) এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ওয়ারপোর কার্যক্রম

জাতিসংঘের সদস্য দেশ সমূহের অংশ গ্রহণে জাতিসংঘ গৃহীত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা হলো টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা যা সংক্ষেপে এসডিজি নামে। বিগত ২০১৫ সালের ২৫-৩০ সেপ্টেম্বর নিউইয়ার্কে অনুষ্ঠিত "সাসটেইনেবল সামিট"এ"সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট এজেন্ডা ২০৩০" বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত এজেন্ডা অনুযায়ী আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে সদস্য দেশসমূহ ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা ১৬৯টি অর্জনের লক্ষ্যে একসাথে কাজ করার অঙ্গীকার করেছে।

উল্লেখিত ১৭টি লক্ষ্যের (Goal) মধ্যে SDG-6: "Ensure Availability and Sustainable Management of Water and Sanitation for all" পানি সেক্টর এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে অধিকতর সম্পর্কিত। এসডিজি-৬ এর গুরুত্ব বিবেচনা নিয়ে এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন করতে কার্যকরী পদক্ষেপ হিসাবে জাতিসংঘের এবং বিশ্বব্যাংকের ১১টি সদস্য রাষ্ট্রের রাষ্ট্র এবং সরকার প্রধান এর সমন্বয়ে ১টি High Level Panel on Water (HLPW) গঠন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত HLPW এর অন্যতম সদস্য এবং প্রধানমন্ত্রী মূখ্য সচিব HLPW বাস্তবায়নে শেরপা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের নেতৃত্বে ওয়ারপো এসডিজি-৬ এর লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। বিগত ২০শে নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ এর আওতায় "সবার জন্য নিরাপদ পানি ও পয়:নিঃস্কাশন ব্যবস্থা (লক্ষ্যমাত্রা-৬) বাংলাদেশ প্রেক্ষিত বিষয়ে" প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিতিতে জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বিগত ২০শে নভেম্বর ২০১৬ তারিখে উক্ত জাতীয় কর্মশালায় ওয়ারপো এসডিজি-৬ এর থীম-৪ "By 2030, Substantially Increase Water Efficiency Across All Sectors And Ensure Sustainable Withdrawals And Supply Of Freshwater To Address Water Scarcity And Substantially Reduce The Number Of People Suffering From Water Scarcity" উপর থিমেটিক পেপার এবং সম্ভাব্য কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করে। এ ছাড়াও ওয়ারপো এসডিজি-৬ ভুক্ত অন্যান্য থিম সমূহের কার্যপত্র প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর কে সহযোগীতা সংস্থা হিসাবে সহায়তা প্রদান করছে।

এরই ধারাবাহিকতায় ২৯-৩০শে জুলাই, ২০১৭ ইং তারিখে "ঢাকা পানি সম্মেলন ২০১৭" অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিনিধি, বিশেষজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সংলাপের সুযোগ সৃষ্টি এবং এসডিজি-৬ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমস্যা মোকাবেলায় ভবিষ্যৎ করনীয় নির্ধারণ। উক্ত সম্মেলনে ওয়ারপোর মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এসডিজি ফোকাল পয়েন্ট জনাব মোহাম্মদ আলমগীর এসডিজি-৬ "Combat Water Scarcity by Improved Water Efficiency" শীর্ষক টার্গেটের উপর Thematic Paper উপস্থাপন করেন। সম্প্রতি এসডিজি কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়ন পর্যালোচনার লক্ষ্যে ৪-৬ জুলাই, ২০১৮ ইং তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে "SDG Implementation Review Conference, 2018" শীর্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের মাননীয় সচিবের নেতৃত্বে পানি সম্পদ সম্পর্কিত এসডিজি টার্গেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত Powerpoint presentation উপস্থাপিত হয়। উক্ত সম্মেলনে সচিব মহোদয়ের উপস্থাপনের জন্য ওয়ারপো এসডিজি বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রস্তুতকরণে সক্রিয় ভূমিকা পালনের পাশাপাশি মহাপরিচালকের নেতৃত্বে এসডিজি ফোকাল পয়েন্টগণ উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

খ) ওয়ারপোর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)

মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের মধ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০১৮ সালের জুন মাসের ২৪ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিগত ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে স্বাক্ষরিত কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহ (১. প্রস্তাবিত প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান। ২. জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য উপাত্ত হালনাগাদ ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম) ওয়ারপো শতভাগ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

গ) বিগত বছরে মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষন, কর্মশালা ও সেমিনার কার্যক্রমঃ

১) স্থানীয় প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদি বাৎসরিক বিবরণী জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৮ ইং পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

ক্রমিক সংখ্যা	সময়কাল	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২০১৭-২০১৮	১০	১২৫

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষনের বিষয়	মেয়াদ	সংঘটন সংস্থা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	International Workshop on flood risk and related damage assessment due to climate change	১৬ জুলাই, ২০১৭	WAPDA, BWDB	২
২	National Capacity Development for Implementing Rio Conventions through Environmental Governance (Rio Project)	২৩ আগস্ট, ২০১৭	পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ ভবন	১
৩	Information Services for Sustainable Delta Management	১৭-১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৭	ওয়ারপো	৫
৪	Training of Trainers on Adaptive Delta Management	১৬-১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৭	বুয়েট	২
৫	Orientation and Sub-project Selection	৪ অক্টোবর, ২০১৭	এলজিইডি সদর দপ্তর	২
৬	Eliminating Hunger and Malnutrition: Are Sustainable Solutions in Sight	৪ অক্টোবর, ২০১৭	Hotel Le Meridien	২
৭	Piloting the Poverty Environment Accounts (PEA)	৯-১১, অক্টোবর, ২০১৭	Statisical Staff Training Institute (SSTI), Bangladesh Bureau of Statistics BBS), Agargaon	২
৮	E-Service Roadmap 2021	২৯-৩০ অক্টোবর, ২০১৭	Prime Minister's Office	৩
৯	Water Bangladesh International Expo 2017	২৬-২৮ অক্টোবর, ২০১৭	Bashundhara International Convention Centre (ICCB)	১০

২) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদিঃ

ক্রমিক সংখ্যা	সময়কাল	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২০১৭-২০১৮	৯	১৩

ক্রমিক নং	অংশগ্রহণকারীর নাম	ট্রেনিং/কর্মশালা/ কনফারেন্স/সেমিনার/মিটিং এর নাম	মেয়াদ	দেশের নাম এবং সংগঠন সংস্থা
১	এ. কে. এম. খোসরুল আমিন ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মৎস্য)	Energy and Water Use Efficiency	০৮-২৫ জানুয়ারী ২০১৮	ভারত; Ministry of External Affairs, Government of India
২	মোহাম্মদ মাসুদ আলম মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন)	Water Governance and Diplomacy	২২-২৩ ডিসেম্বর, ২০১৭	ব্যাংকক, থাইল্যান্ড; IUCN,University of Dhaka
৩	খন্দকার খালেকুজ্জামান মহাপরিচালক	Sustainable Strategies for the Water Scarcity Management and Effective Management of Water Resources	২০ - ২৯ নভেম্বর, ২০১৭	ভারত ও শ্রীলঙ্কা; Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)
		Coastal Engineering	০৮-২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৭	UK and Netherlands; CDSP-IV of BWDB
৪	এস এম ফিরোজ আলম (পরিচালক-১)	Sustainable Strategies for the Water Scarcity Management and Effective Management of Water Resources	২০ - ২৯ নভেম্বর, ২০১৭	ভারত ও শ্রীলঙ্কা; Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)
৫	এস এম শাহাব উদ্দিন মাহমুদ (সচিব)	Sustainable Strategies for the Water Scarcity Management and Effective Management of Water Resources	২০ - ২৯ নভেম্বর, ২০১৭	ভারত ও শ্রীলঙ্কা; Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)
৬	মোঃ রেজাউল করিম মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (প্রকৌশল)	Sustainable Strategies for the Water Scarcity Management and Effective Management of Water Resources	২০ - ২৯ নভেম্বর, ২০১৭	ভারত ও শ্রীলঙ্কা; Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)
৭	মোঃ মজিবুর রহমান (হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা)	Sustainable Strategies for the Water Scarcity Management and Effective Management of Water Resources	২০ - ২৯ নভেম্বর, ২০১৭	ভারত ও শ্রীলঙ্কা; Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)
৮	মোঃ জাহিদ হোসেন ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (ভূ-গর্ভস্থ পানি)	The Training workshop on Water Resource Management for Asia Cooperation Dialogue (ACD) Countries	২০ - ২৯ নভেম্বর, ২০১৭	চীন; Ministry of Water Resources, China

৯	ড. মোঃ আমিনুল হক মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (পানি সম্পদ)	Brahmaputra River Symposium: Knowledge Beyond Boundaries	২৫-২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৭	ভারত ; SaciWATERS, IIT, TERI
১০	মোহাম্মদ আলমগীর মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (পরিবেশ, বন ও মৎস্য)	International River Symposium and Environmental Flows Conference	১৮-২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭	অস্ট্রেলিয়া; International River Foundation
১১	বদরুন নাহার (পরিচালক-২)	Promoting inclusive, resilient and sustainable urbanisation to achieve SDG11 in Bangladesh	১০ সেপ্টেম্বর - ১০ অক্টোবর ২০১৭	অস্ট্রেলিয়া; Curtin University, Perth, Australia
১২	মোঃ হাসান শাহরিয়ার ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (পরিবেশ)	Urban and Rural Water Supply Planning Management	২০-২৯ আগস্ট ২০১৭	চীন; Chinese government

ঘ) ওয়ারপোতে "ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র"

পানি সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট খাতের এ যাবৎ কালে প্রকাশিত সবচেয়ে বেশি এবং গুরুত্বপূর্ন তথ্য ভান্ডার নিয়ে গঠিত "ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র" সম্প্রতি নিজস্ব স্থায়ী ভবনে স্থানান্তরিত হয়ে দ্রুততম সময়ে বিভিন্ন ব্যাক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল বই, রিপোর্ট, জার্নাল ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য ও প্রযুক্তির কার্যকর সেবা প্রদান করছে ওয়ারপো'র "ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র" ১। হার্ড কপি ২। ডিজিটাল কপি ৩। তথ্য ব্যবহারকারীর জন্য কার্যকর সহযোগী পরিবেশ ৪। সহায়ক রিডিং স্পেস ৫। জার্নাল ৬। ফটোকপি ৭। হেল্প ডেস্ক/ইনফরমেশান সেবা ইত্যাদি এর মাধ্যমে নিত্য নতুন বই, রিপোর্ট, জার্নাল এর তথ্য সম্ভারে সমৃদ্ধ হচ্ছে ওয়ারপো"র " ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র"। পানি সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দীর্ঘদিনের পুরনো, দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য, মূল্যবান বিভিন্ন স্টাডি/পরিকল্পনা/মহাপরিকল্পনার প্রতিবেদন, জার্নাল এবং বই এর সমৃদ্ধ সমন্বয়ে গঠিত এবং প্রতিনিয়ত হালনাগাদকৃত ওয়ারপো লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র প্রতিনিয়ত ডিজিটাল সমৃদ্ধির পথে অগ্রসরমান। ইতোমধ্যে সব চেয়ে দুর্লভ এবং মূল্যবান ডকুমেন্ট সমূহ ডিজিটাল ফর্মেটে রুপান্তর এর মাধ্যমে লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্রের ডিজিটাল শাখা ক্রমাগত সমৃদ্ধ হচ্ছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে পানি এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৫৬টি নতুন বই ওয়ারপোতে সংযোজিত হয়েছে এবং BUET, IWM, BWDB, Delta Plan, DAP, KUET, UAP, DPHE এর প্রতিনিধি সহ ২৭টি বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার প্রতিনিধি ওয়ারপোর লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র ব্যবহার করেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এছাড়া সংস্থার কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ প্রাত্যাহিক দাপ্তরিক কাজ ও বিশেষ পরিকল্পনা কাজে প্রতিনিয়ত লাইব্রেরী ব্যবহার করে থাকেন।

বিগত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ওয়ারপো লাইব্রেরীতে নতুন সংযোজিত উল্লেখযোগ্য রিপোর্ট, বই, জার্নাল সমূহঃ

১. Monitoring of sedimentation, salinity, tide & flood in Kobadak River System & TRM Basin, final report, IWM, June 2017.
২. APSCO training course on Remote Sensing Applications and Data Sharing Service Platform July 24-27, 2017.
৩. Future plan study for identification of future measures in connection to the ongoing "West Gopalganj Integrated Water Management Project" final report, Iwm, June 2017.
৪. Classification of wetlands of Bangladesh, volume 1-8, Haor and Wetlands Development, December 2016.
৫. Technical study of Flood Control and Drainage Development at Dhaka Circular Road (Dhaka Eastern Bypass) Project, final report, IWM, January 2017.
৬. Model validation on hydro-morphological process of the river system in the subsiding Sylhet Haor Basin, final report, volume 1, 2 & 3, Department of Haor and Wetlands, June 2017.

৭. Statistical Yearbook Bangladesh 2015, BBS, May 2016.
৮. Statistical Pocketbook Bangladesh 2016, BBS, March 2017.
৯. Bangladesh Statistics 2016, BBS.
১০. খসড়া বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৭, পূণর্গঠিত ১০ জানুয়ারী ২০১৭.
১১. ইউনিয়ন পরিষদ সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন ২০১৭
১২. উপকূলীয় অঞ্চলে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গাইডলাইন ২০১৭.
১৩. উপজেলা পরিষদ সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন ২০১৭.
১৪. Remote activities considering institutional strengthening of WARPO for effective implementation of Bangladesh Water Act, 2013.
১৫. 7th Five Year Plan FY 2015/16 – Fy 2019/20, Planning Commission, February 2016.
১৬. Yearbook of Agricultural Statistics 2015, BBS, July 2016.
১৭. Compendium of Environmental Statistics of Bangladesh 2009, BBS, September 2010.
১৮. Urban flooding of Greater Dhaka in a changing climate, The World Bank, 2015.
১৯. Lessons learned from agriculture sector programme support phase II, Planning Commission, June 2013.
২০. PSU-PC climate change adaptive research projects for policy support phase II, Planning Commission, June 2013.
২১. Proceedings of the seminar on climate change & an inventory of climate change projects, Planning Commission, June 2013.
২২. Bangladesh Environment and climate change outlook 2012, Department of Environment, June 2013.
২৩. Proceedings of the National Workshop on "Fish for the Future" May 23, 2013, Dr. A K M Nawsad Alam.
২৪. মাসিক পানি পরিক্রমা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, এম-জুন-২০১৭.
২৫. Feasibility study and detailed engineering design for long term solution of drainage problems in the Bhabodah Area (2nd phase), final report, main report, IWM, April 2017.
২৬. Feasibility study and detailed engineering design for long term solution of drainage problems in the Bhabodah Area (2nd phase), final report, Appendix B- Social and Environment Impact Assessment, IWM, April 2017.
২৭. Feasibility study and detailed engineering design for long term solution of drainage problems in the Bhabodah Area (2nd phase), final report, Appendix C– Agricultural Resources and Economic Analysis, IWM, April 2017.
২৮. Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) for re-excavation of the Bhairab River flowing through Meherpur and Chuadanga District, final report, CEGIS, August 2017.
২৯. Feasibility study for mitigation of drainage congestion and water logging in Sylhet Metropolitan Area including ESIA, Final report, volume I- Main report, IWM, October 2017.
৩০. Feasibility study for mitigation of drainage congestion and water logging in Sylhet Metropolitan Area including ESIA, Final report, volume II- Annexes (A – EIA report & B- SEIA report), IWM, October 2017.
৩১. Feasibility study for mitigation of drainage congestion and water logging in Sylhet Metropolitan Area including ESIA, Final report, volume II- (Annex C- Sub soil investigation report), IWM, October 2017.
৩২. Feasibility study for mitigation of drainage congestion and water logging in Sylhet Metropolitan Area including ESIA, Final report, volume II- (Annex D- Mapping of drainage channels on RS Mouza Map), IWM, October 2017.
৩৩. World Water Day 2018, Ministry of Water Resources.
৩৪. Booklet for technical terms, Ministry of Water Resources.
৩৫. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭
৩৬. সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি ও প্রয়োগ, প্রকৌশলী এ. কে. এম. নূরে আযম সিদ্দিকি.

৩৭. Feasibility study for dredging along the Gumti River for smooth drainage and ensuring dry season irrigation facilities at Daudkandi and Adjacent Areas in Comilla District using mathematical modelling including Environmental and Social Impact Assessment (ESIA), Draft final report (revised), volume I: Main report, IWM, April 2018.
৩৮. Feasibility study for dredging along the Gumti River for smooth drainage and ensuring dry season irrigation facilities at Daudkandi and Adjacent Areas in Comilla District using mathematical modelling including Environmental and Social Impact Assessment (ESIA), Draft final report (revised), volume II: ESIA report, IWM, April 2018.
৩৯. Annual report 2017 (Jan - Dec, 2017), IWRM Project: National Component, Institutionalization of Integrated Water Resources Management (IWRM) in Compliance with Bangladesh Water Act 2013, Final, WARPO, May 2018.
৪০. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ২০১৭-২০১৮, পরিকল্পনা কমিশন, মে ২০১৭.

ঙ) উত্তম চর্চা

ওয়ারপোতে অনুশীলনকৃত উত্তম চর্চা সমূহ নিম্নরূপ

- বয়োজেষ্ঠ/ প্রতিবন্ধি বান্ধব সিঁড়ি
- বায়োমেট্রিক Fingerprint পদ্ধতির মাধ্যমে যথাসময়ে উপস্থিতি ও প্রস্থান পর্যবেক্ষণ
- Close Circuit Camera পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ
- সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানির (Renewable energy) ব্যবহার উৎসাহিতকরণ
- পরিবেশবান্ধব অফিস ভবন এবং কক্ষ
- ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরি ও তথ্যকেন্দ্র
- মহিলা কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত আলাদা ওয়াশরুম
- হালনাগাদ ওয়েবসাইট এবং পানি সম্পদ খাতে তথ্য ও উপাত্ত সমৃদ্ধ জাতীয় পানি সম্পদ ডাটাবেইস (এনডব্লিউআরডি)
- আধুনিক ও সমৃদ্ধ আইসিটি প্রশিক্ষণ ল্যাব

ওয়ারপোতে অনুশীলনকৃত উত্তম চর্চা সমূহের বিবরণী

বয়োজ্যৈষ্ঠ/ প্রতিবন্ধীবান্ধব সিঁড়ি

বয়োজ্যৈষ্ঠ বা সিনিয়র সিটিজেন ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি রাষ্ট্রের প্রদত্ত সাংবিধানিক ও আইনগত প্রতিশ্রুতি পূরণ সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নৈতিক দায়িত্ব। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থায় (ওয়ারপো) বয়োজ্যৈষ্ঠ/প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অবাধ প্রবেশের অধিকার ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সহজে ওয়ারপো ভবনে প্রবেশের জন্য ওয়ারপোর দাপ্তরিক ভবনের প্রধান প্রবেশ দ্বারে সাধারণ সিঁড়ির পাশাপাশি বয়স্ক/প্রতিবন্ধী সহায়ক বিশেষ র‍্যাম্পের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এতে ওয়ারপো ভবনে প্রতিবন্ধী ও বয়োজ্যৈষ্ঠদের অন্যের সহযোগীতা ছাড়া সহজ প্রবেশের সুযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে।

ওয়ারপোর মূল প্রবেশদ্বারে বয়োজ্যৈষ্ঠ/ প্রতিবন্ধীবান্ধব সিঁড়ি

বায়োমেট্রিক Fingerprint পদ্ধতির মাধ্যমে যথাসময়ে উপস্থিতি ও প্রস্থান পর্যবেক্ষণ

প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলার অন্যতম অনুসঙ্গ যথাসময়ে অফিসে আসা এবং নির্দিষ্ট সময়ে অফিস ত্যাগ। ওয়ারপোর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা আনায়নপূর্বক সুস্থ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়ারপো ভবনের নিচ তলায় প্রধান প্রবেশদ্বারে Biometric Fingerprint Machine স্থাপন এর মাধ্যমে যথাসময়ে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অফিসের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ প্রতিদিন অফিসে প্রবেশ ও দাপ্তরিক কাজ শেষে ভবন ত্যাগ করার পূর্বে Fingerprint machine এ এ্যান্ট্রি করেন। এতে করে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসে যথাসময়ে উপস্থিতি ও প্রস্থান পর্যবেক্ষণ করা সহজতর হয়েছে এবং সুন্দর ও সুশৃঙ্খল কর্মপরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

বায়োমেট্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে উপস্থিতি ও প্রস্থান নিশ্চিতকরণ

Close Circuit Camera পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) পানি সম্পদের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে পরিবেশগত ভারসাম্যপূর্ণ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ণের জন্য দেশের একমাত্র Apex Planning Organization হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানে রয়েছে দেশের পানি সেক্টরের সবচেয়ে সমৃদ্ধ জাতীয় পানি সম্পদ ডাটাবেস (এনডব্লিউআরডি)। এছাড়াও রয়েছে পরিকল্পনার কাজে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি ও ইন্সট্রুমেন্ট এবং অফিসে ব্যবহৃত মুল্যবান উপকরণাদি। অফিসভবন এবং এর আনুসঙ্গিক নিরাপত্তা জোরদারকরণের অংশ হিসাবে সার্বক্ষণিক নজরদারির জন্য ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বা সিসি ক্যামেরার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ওয়ারপো ভবনের প্রবেশ পথে এবং প্রত্যেক লেবেলের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পর্যাপ্ত সংখ্যক Close Circuit Camera স্থাপন করা আছে। এতে করে ভবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ডিজিটাল মনিটরিং পদ্ধতি প্রবর্তন হয়েছে যাতে করে যদি কোন অবৈধ কার্যক্রম, চুরি ডাকাতি হলে অপরাধী শনাক্তকরনের কাজ সহজতর হবে, সর্বোপরি সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করবে।

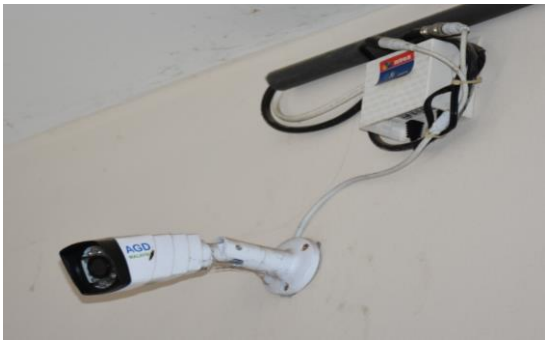

Close Circuit Camera প্রবর্তন

সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানির (Renewable Energy) ব্যবহার উৎসাহিতকরণ

বিশ্বব্যাপী পরিবেশ বিপর্যয় ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব নিরসণের লক্ষ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানীর সর্বোচ্চ ব্যবহার উৎসাহিত করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম উদ্দেশ্য নবায়নযোগ্য সবুজ জ্বালানী যেমন "সোলার প্যানেল" স্থাপনের মাধ্যমে দেশব্যাপী বিদ্যুৎ চাহিদার যোগান দেওয়া। ওয়ারপোর দাপ্তরিক কার্যক্রম (ই-নথি ব্যবস্থাপনা, গবেষণা, বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রণয়ন, ই-মেইল, ইত্যাদি) বিদ্যুতের ওপর দারুনভাবে নির্ভরশীল। এছাড়াও, অফিস কক্ষে বিদ্যুৎ সংযোগ দ্বারা ফ্যান, লাইট, কম্পিউটার ইত্যাদি চলে। ওয়ারপোর দাপ্তরিক কাজের জন্য যে বিদ্যুৎ প্রয়োজন তার একটি অংশের চাহিদা পূরণের নিমিত্তে ওয়ারপো ভবনে উপযুক্ত স্থানে উচ্চ শক্তি সম্পন্ন সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে। Solar Panel এর মাধ্যমে ওয়ারপো থেকে সৌরবিদ্যুৎ দ্বারা যে পরিমান বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় তা ওয়ারপো ভবনে ব্যবহার এর পাশাপাশি সরাসরি National Grid এ সরবরাহ করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ এর বিকল্প হিসাবে গ্রীণ এনার্জি তথা সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি জাতীয় পর্যায়ে বিদ্যুৎ সাশ্রয় এর পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায় কার্যকর ভুমিকা পালন করতে পারে।

সোলার প্যানেল স্থাপন

পরিবেশবান্ধব (Environmental Friendly) অফিস ভবন এবং কক্ষ

ওয়ারপো ভবন স্থাপত্যগতভাবে একটি পরিবেশ বান্ধব ভবন। ভবনের বিভিন্ন কক্ষের দরজা জানালাসমূহ যথেষ্ট সুপরিসর এবং কাঁচ দ্বারা নির্মিত। অফিস কক্ষসমূহে বড় বড় জানালা থাকায় সহজে আলো ও বাতাস প্রবেশ করতে পারে। ফলে অহেতুক লাইট ও এসির ব্যবহার ন্যূনতম পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখা যায়। পরিবেশের উপাদান সমুহ যেমন আলো, বাতাস, Aesthetics ইত্যাদির সর্বোচ্চ ব্যবহারের ফলে বিদ্যুতের অপচয় যথেষ্ট হ্রাস করার পাশাপাশি আর্থিক সাশ্রয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সর্বপোরি ওয়ারপোতে একটি দূষণমুক্ত প্রকৃতিবান্ধব কর্মপরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

পরিবেশবান্ধব (Environmental Friendly) অফিস ভবন

পরিবেশবান্ধব (Environmental Friendly) অফিস কক্ষ

ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরি ও তথ্যকেন্দ্র

ওয়ারপোর একটি সমৃদ্ধ ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরি ও তথ্যকেন্দ্র আছে। এতে পানি সম্পদ সম্পর্কিত পর্যাপ্ত তথ্য উপাত্ত সম্বলিত বই, রিপোর্ট, জার্নাল সহ পানি খাতের মূল্যবান ডকুমেন্ট হার্ডকপি/ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষিত রয়েছে। লাইব্রেরীর তথ্যাদি ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে কোন স্থানে থেকে ব্যবহার যোগ্য। বিভিন্ন ব্যক্তি, সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এই লাইব্রেরী থেকে সেবা গ্রহণ করে থাকে। পানি সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত এই লাইব্রেরি দীর্ঘদিনের পুরনো, দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য মুল্যবান বিভিন্ন স্টাডি/পরিকল্পনা/মহাপরিকল্পনার প্রতিবেদন, জার্নাল ও বইয়ে সমৃদ্ধ এবং প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা হয়।

ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরি ও তথ্যকেন্দ্র

মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত আলাদা ওয়াশরুম

ওয়ারপোতে মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত আলাদা ওয়াশরুমের ব্যবস্থা আছে যার ফলে মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রাইভেসি ও হাইজিন ব্যবস্থাপনা সহজ হয়, কর্মস্থলে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন এবং সুন্দরভাবে দাপ্তরিক কর্মসম্পাদন করতে পারে।

মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত আলাদা ওয়াশরুম

হালনাগাদ ওয়েবসাইট এবং পানি সম্পদ খাতে তথ্য ও উপাত্ত সমৃদ্ধ জাতীয় পানি সম্পদ ডাটাবেইস (এনডব্লিউআরডি)

হালনাগাদ ওয়েবসাইট ও জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করা ওয়ারপোর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ''জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" প্রকল্পের আওতায় ওয়ান স্টপ উপাত্ত সরবরাহের কেন্দ্র হিসাবে ওয়ারপোতে ''জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিউআরডি)'' এবং "সমন্বিত উপকুলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা' প্রকল্পের আওতায় 'সমন্বিত উপকুলীয় সম্পদ উপাত্তভান্ডার (আইসিআরডি)' স্থাপিত হয়েছে। মাল্টিডিসিপ্লিনারি এই উপাত্তভান্ডার ভূ-পরিস্থ পানি, ভূগর্ভস্থ পানি, মৃত্তিকা ও কৃষি, মৎস্য, বন, আর্থসামাজিক, আবহাওয়া ও পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি হিসাবে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে। এযাবৎ এনডব্লিউআরডিতে এবং আইসিআরডিতে পৃথকভাবে ৫৫০ এর অধিক জিআইএস, টাইমসিরিজ ও টেবুলার উপাত্ত (data layer) ডিজিটাল ফর্মে সংরক্ষন করা হয়েছে। গবেষণা, উচ্চশিক্ষা ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই উপাত্ত-ভান্ডার হতে সেবা গ্রহণ করে উপকৃত হচ্ছেন।

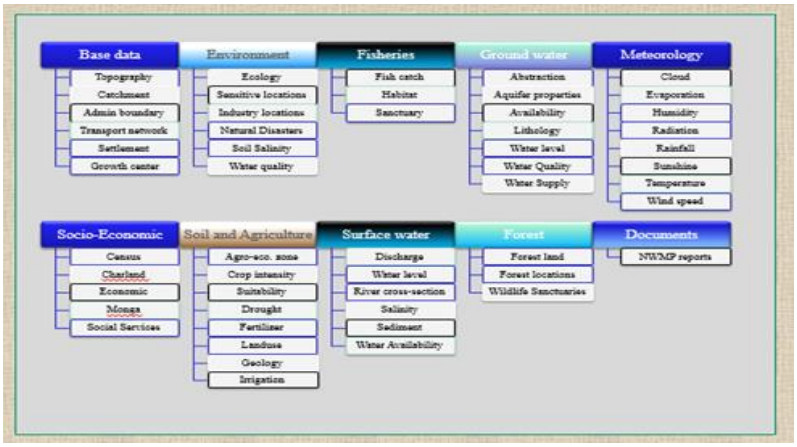

হালনাগাদ ওয়েবসাইট এবং পানি সম্পদ খাতে তথ্য ও উপাত্ত সমৃদ্ধ জাতীয় পানি সম্পদ ডাটাবেইস (এনডব্লিউআরডি)

আধুনিক ও সমৃদ্ধ আইসিটি প্রশিক্ষণ ল্যাব

বর্তমানে আইসিটি দৈনন্দিন জীবনে অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে এবং আশা করা হয় যে এই প্রবণতা অব্যাহত থাকবে। আইসিটি সাক্ষরতা মানুষের কর্ম, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে একটি অপরিহায্য কার্যকরী প্রয়োজন হিসাবে স্থান করে নিয়েছে। আইসিটি প্রশিক্ষণ আইসিটি সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য কর্মীদের দক্ষতা, ক্ষমতা এবং জ্ঞান বাড়ানোর একটি অন্যতম প্রক্রিয়া। আইসিটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মচারীদের মধ্যে নিত্যনতুন চিন্তাধারা তৈরি করে এবং কর্মদক্ষতা বাড়ানোর মাধ্যমে কর্মচারীদের গুণগত মানের কর্ম সমপাদনে সহায়তা করে। ওয়ারপো তথা পানি সেক্টরে কর্মরত কর্মকর্তাদের মধ্যে আইসিটি জ্ঞান বাড়ানোর লক্ষ্যে ওয়ারপো আইসিটি প্রশিক্ষণ ল্যাব এর

মাধ্যমে পানি সম্পদ সেক্টরে জিআইএস, রিমোর্টসেন্সিং, ই-নথি ব্যবস্থাপনা, ই-প্রকিউরমেন্টসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ওয়ারপোসহ পানি সম্পদের স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত আছে।

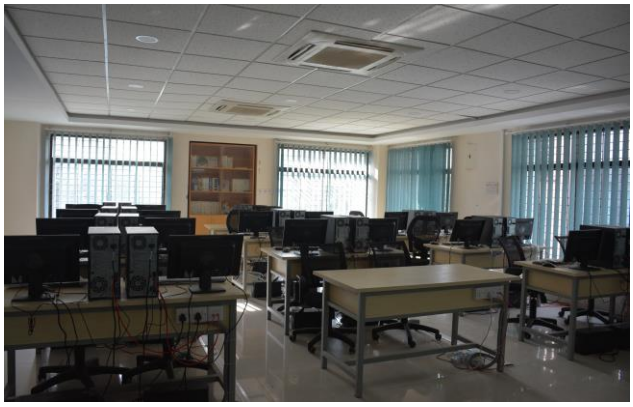

আধুনিক সুবিধা সম্বলিত আইসিটি প্রশিক্ষণ ল্যাব

চ) উন্নয়ন মেলা ২০১৮

ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গঠনে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম জনগণের সম্মুখে উপস্থাপন করার লক্ষ্যে বিগত ১১-১৩ জানুয়ারি, ২০১৮ সালে দেশব্যাপী উন্নয়ন মেলার আয়োজন করা হয়। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়াধীন সকল সংস্থা উক্ত মেলায় অংশগ্রহণ করে। ওয়ারপোর কর্মকান্ড সম্প্রসারণের জন্য ওয়ারপোর পরিচিতি, আইসিআরডি, এনডব্লিউআরডি এবং বাংলাদেশ পানি আইন সংক্রান্ত লিফলেট জেলা উপজেলা পর্যায়ে বাপাউবো কর্তৃক অনুষ্ঠিত বিভিন্ন মেলায় প্রেরণ করা হয়। এছাড়াও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, সেগুনবাগিচা, ঢাকাতে ৩ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত মেলায় ওয়ারপো সরাসরি অংগ্রহণ করে। উক্ত মেলাতে ওয়ারপোর পরিচিতি এবং কর্মকান্ড লিফলেট এবং ভিডিও প্রদর্শনীর মাধ্যমে সম্প্রচার করা হয়।

ঢাকাতে ৩ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এই মেলায় ওয়ারপোর কর্মকর্তাগণ পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব পালন করেন এবং মৌখিকভাবে, লিফলেট বিতরণ এবং ভিডিও প্রদর্শনীর মাধ্যমে ওয়ারপোর পরিচিতি কর্মকান্ড এবং সেবাসমূহ মেলায় আগত জনগণের মধ্যে উপস্থাপন করেন ।

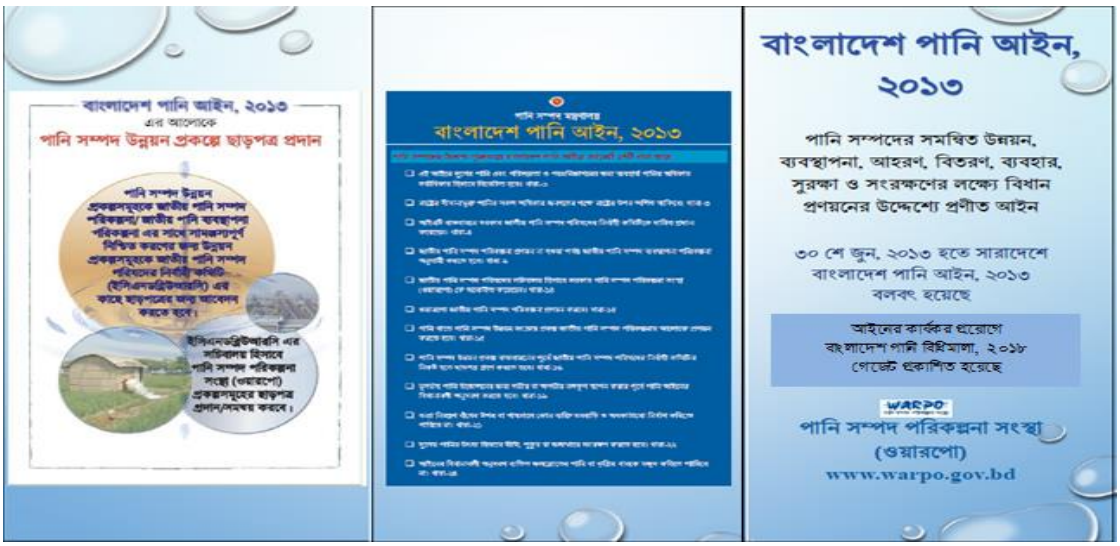

'বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩' সংক্রান্ত লিফলেট

ছ) বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর সাথে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার সম্পৃক্ততা

প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবকে হ্রাস করে জলবায়ু পরিবর্তন বিবেচনায় রেখে কৃষি, পানি সম্পদ, ভূমি, শিল্প, বনায়ন, মৎস্য সম্পদ প্রভৃতিকে গুরত্ব প্রদানপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সুষ্ঠু পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ধাপে ধাপে বাস্তবায়নযোগ্য একটি সমন্বিত দীর্ঘমেয়াদী (৫০ থেকে ১০০ বছর) মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের কর্মকৌশল নির্ধারণের উদ্দেশ্যে নেদারল্যান্ডস সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান- ২১০০ প্রণয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

পানিকেন্দ্রিক উক্ত মহাপরিকল্পনায় দীর্ঘমেয়াদী অর্থাৎ ৫০ ও ১০০ বছরের বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্ব অর্থনীতির দৃশ্যকল্পের ভিত্তিতে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদের কৌশল প্রণয়নের যে নতুন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় স্থাপিত হয়েছে, ওয়ারপো প্রস্তাবিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা প্রনয়নে তা অনুসরণ করা হবে। জিইডি এবং ওয়ারপো ভবিষ্যৎ দৃশ্যকল্প পরিকল্পনায় উভয়েই একে অপরের সাথে সহযোগিতা করবে।

৮. বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ ও বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর আলোকে ওয়ারপোর ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	কর্মসূচী	অগ্রাধিকারভিত্তিক কার্যক্রম	বাস্তবায়নের অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালিকরণ	ওয়ারপোর বিদ্যমান ও বর্ধিত কার্যপরিধির আলোকে জনবলের চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছে । ওয়ারপোর সদর দপ্তর ও জেলা পর্যায়ে জনবলের প্রস্তাব পূনর্গঠনপূর্বক সদর দপ্তরে জনবল ২৩৯ ও ৬৩ জেলায় জনবল ৬৯৩ সহ সর্বমোট ৯৩২ জন নির্ধারন করা হয়েছে।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সুপারিশকৃত স্বল্পমেয়াদী অগ্রাধিকারভিত্তিক জনবলের প্রস্তাব ১ জুলাই, ২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এতে সদর দপ্তরে ২৩৯ ও অগ্রাধিকারভিত্তিক ৮ টি বিভাগীয় শহরের ৮ টি জেলায় ৮৮ জন সহ সর্বমোট ৩২৭ জনের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ওয়ারপোর বিদ্যমান জনবল ৮৭। এতে অতিরিক্ত ২৪০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রস্তাব প্রেরন করা হয়েছে।	বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগের জন্য জনবল অনুমোদনের প্রয়োজন।
২.	সমগ্র দেশের মৌজা পর্যায় পর্যন্ত ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা নিরূপণ	• পানির উৎস চিহ্নিতকরণ • খাতওয়ারী পানি ব্যবহারের চাহিদা নিরূপণ • পানির সংকটাপন্ন এলাকা নিরূপণ • ভূগর্ভস্থ পানির নিরাপদ আহরণ সীমা নিরূপণ • জলাধার সংরক্ষণ	ভৌগোলিক অবস্থান, ভূপ্রকৃতি ও পানির সমস্যা প্রবন এলাকা হিসাবে ওয়ারপোর বিদ্যমান সক্ষমতা অনুযায়ী ১২টি জেলার কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্তে ১ টি সংশোধিত পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নপূর্বক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট ৫২টি জেলায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৩.	পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের অনাপত্তি (ছাড়পত্র) ইস্যুকরণ	• জাতীয় পানি নীতির অনুসরণে এবং জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার পরিসীমার আলোকে প্রকল্প পর্যালোচনা • বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধানামলী পরীক্ষা • জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা এর কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে	বিদ্যমান সক্ষমতা অনুসারে পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের উপর ৩নং কলামে বর্ণিত বিষয়ে পর্যালোচনান্তে ছাড়পত্র ইস্যু করা অব্যাহত আছে	বিদ্যমান সক্ষমতা অনুযায়ী বছরে ২০ থেকে ২৫টি প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান করা হবে।
৪.	জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য ভান্ডার সমৃদ্ধশালীকরণ	• পানি সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ • বিশ্লেষণ • তথ্য-ভান্ডারে সংরক্ষণ • তথ্য-উপাত্ত বিতরণ • তথ্য-ভান্ডার হালনাগাদ	• জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য-ভান্ডার সর্বশেষ ২০১৪ অর্থবছরে হালনাগাদ করা হয়েছে • তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ অব্যাহত আছে • তথ্য-উপাত্ত বিতরণ অব্যাহত আছে	বাংলাদেশ পানি বিধিমালা বাস্তবায়ন কার্যক্রমের আওতায় জাতীয় তথ্য-উপাত্ত ভান্ডার সমৃদ্ধিশালী করা হবে।
৫.	পানি সম্পদ খাতে সমন্বয় সাধন	• পানি খাতে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে প্রতি ৩ মাস অন্তর সভা অনুষ্ঠিতকরণ • বছরে ২টি নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিতকরণ • বছরে ১টি জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিতকরণ • জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিতকরণ	• নির্বাহী পরিষদের ১৬তম সভা বিগত ৪ অক্টোবর ২০১২ খ্রিঃ অনুষ্ঠিত হয়েছে • গত ১৮ জুলাই ২০১৮ খ্রিঃ জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের ৯ম সভার খসড়া কার্যপত্র পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে • চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহী জেলায় সমন্বিত জেলা পানি ব্যবস্থাপনা কমিটির ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে	• গত ১০ জুন ২০১৪ খ্রিঃ জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের ৯ম সভার তারিখ ধার্য করা হয়েছিল, তবে অনিবার্যকারণ বশতঃ তা স্থগিত করা হয়েছে • বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর গেজেট প্রকাশিত হওয়ার পরে সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা কমিটি কার্যকর করা হবে

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ওয়ারপোর কর্মকর্তাদের উচ্চ শিক্ষায় অংশগ্রহণ

পানিসম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোঃ জামাল হায়দার নেদারল্যান্ডস সরকারের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত "Scenario Development in Integrated Water Resources Management: Coping with future challenges in Bangladesh" প্রকল্পের আওতায় নেদারল্যান্ডসের UNESCO-IHE হতে ২০১৫-২০১৭ সেশনে Water Science and Engineering Specialization in Hydrology and Water Resources বিষয়ে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। তাঁর মাস্টার্স থিসিস গবেষণার বিষয় ছিল "Estimation of design discharge using GIS, measurements and model under different climatic conditions"। তিনি Prof. Dr. Michael McClain এর তত্ত্বাবধানে এবং Dr. Tibor Stigter এর অধীনে এবং নেদারল্যান্ডসের Water Board HDSR (Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden) সহযোগিতায় থিসিস গবেষণা সম্পন্ন করেন। পোল্ডার এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানি স্তর নির্দিষ্ট পর্যায়ে রাখার জন্য বিশেষ পানি নিষ্কাশন/পাম্পিং ব্যবস্থা প্রয়োজন। পানি নিষ্কাশন/পাম্পিং ব্যবস্থা নক্সা প্রণয়ন/স্থাপনের জন্য Design Discharge জানা অত্যাবশ্যক। ভূমির ব্যবহার পরিবর্তন, নগরায়ন ও

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে হাইড্রোলজিক ও ভৌত সিস্টেম এর পরিবর্তন ঘটে। উক্ত গবেষণায় গানিতিক মডেল ও জিআইএস ব্যবহার পূর্বক মাঠ পর্যায়ের তথ্য উপাত্ত ও ডাটা বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে Design Discharge এর উপর ভূমির পরিবর্তন, নগরায়ন, অন্যান্য মনুষ্যসৃষ্ট পরিবর্তন ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয় এবং তিনটি পোল্ডারের জন্য নতুন Design Discharge প্রস্তাবব করা হয়। মাস্টার্স কোর্স সম্পন্ন শেষে উক্ত কর্মকর্তা ওয়ারপোতে যোগদান করেন এবং তাঁর মাস্টার্স থিসিস গবেষণার উপর ওয়ারপোতে Power Point Presentation উপস্থাপনা করেন।

কোর্স সমাপনী অনুষ্ঠান

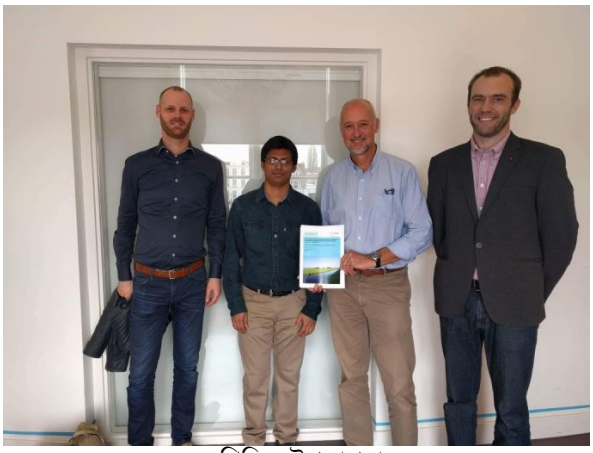

থিসিস উপস্থাপনা